শ্রীশ্রীরাধানয়নানন্দো বিজয়তে

ভূমিকা

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর প্রশিষ্য শ্রীরূপকবীশ্বর (শ্রীরূপ কবিরাজ) গোস্বামীর দিব্য ভক্তিপূত চরিত্র সংগ্রথিত হইয়াছে শ্রীকানুদাস রচিত এই শ্রীশ্রীরূপচরিতামৃত গ্রন্থে ।

গ্রন্থকার শ্রীল কানুদাস আদি, মধ্য ও অন্ত্য তিনটি খণ্ডে সুমধুর ও প্রাঞ্জল ভাষায় নাতিবৃহৎ এই জীবনী গ্রন্থটি লিখিয়াছেন সম্পূর্ণ ত্রিপদীছন্দে।

শ্রীল কানুদাস নিজপরিচয় স্বগ্রন্থে সামান্য দিয়াছেন–"গোসাঞির ভৃত্যশূর, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ঠাকুর, তেঁহ হয় প্রভু যে আমার । তেঁহ মোরে কৃপা কৈলা, সূত্র রূপে জানাইলা, এ বর্ণন জানিও তাঁহার ॥" অর্থাৎ শ্রীপাদ রূপকবীশ্বর গোস্বামীর শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ ঠাকুর, তাঁহার শিষ্য শ্রীকানুদাসজী । ইহা ছাড়া অপর পরিচয় কিছু পাওয়া যায় না । শ্রীরূপকবীশ্বর গোস্বামীর শিষ্যানুশিষ্য হেতু অনুমান করা যায়, গ্রন্থকারের জন্ম খ্রীষ্ট সপ্তদশ শতাব্দির শেষার্দ্ধে আর গ্রন্থরচনা অষ্টাদশ শতাব্দির প্রথমদিকে হইয়াছে ।

গ্রন্থের ভাষাসৌষ্ঠব, পদলালিত্য ও অলংকারসৌন্দর্য্যে শ্রীল কানুদাসজীর অপূর্ব কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় । কবিবর কানুদাসের উপমা-অলংকার যুক্ত ত্রিপদীগুলি সত্যই কবিহৃদয়কে চমৎকৃত করিয়া তুলে । শ্রীল রসিকানন্দদেব গোস্বামীর শিষ্য শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর শ্রীরূপকবিরাজ গোস্বামীকে পাইয়া অপার আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন । তাহার এক অপূর্ব বর্ণন–

গোসাঞির পরশ পাঞা, জুড়াইল মন হিয়া, কহে সব দুঃখ গেল দূর ।
দরিদ্র পাইল যেন, বহু ঘট ভরা ধন, উথলিলা আনন্দ সাগর ॥
সতী যেন পাইল পতি, বধির পাইল শ্রুতি, মূক যেন বচন পাইল ।
আঁখি পাইল অন্ধ যেন, পঙ্গু পাইল দুই চরণ, চাতক পাইল মেঘজল ॥
শফরী সলিলে যেন, চকোর চন্দ্রিকা হেন, ভৃঙ্গ যেন পাইল কমল ।
নড়ি যেন হারাইয়া, অন্ধ চায় পুনঃ রৈয়া, শস্য যেন পাইল ইন্দ্রজল॥

ব্যতিরেকে বিরহ বর্ণনও অতীব মর্ম্মস্পর্শী–

ক্ষণে গড়াগড়ি যায়, ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছা পায়, শ্বাসহীন সকল শরীর ।
জল বিনা যেন মীন, অন্ধ যেন নেত্রহীন, বলহীন যেন হৈল বীর ॥

রত্নহীন যেন ক্ষিতি, পতিহীন নারীজাতি, বিদ্যাহীন শরীর যেমন ।
প্রাণহীন দেহ যেন, জলহীন কূপ হেন, ভজন বিহীন যেন মন ॥

শ্রীল রূপকবীশ্বর গোস্বামীর সম্বন্ধে সমাজে অনেক প্রকার অবাঞ্ছনীয় ভ্রান্তি দেখা যায় । শ্রীনরোত্তম বিলাসের প্রক্ষিপ্ত ত্রয়োদশ বিলাস ও শ্রীশিবানন্দসেনের পুত্র শ্রীল চৈতন্যদাসের নামে আরোপিত জালগ্রন্থ চৈতন্যকারিকার সাহায্যে অনেকে উক্ত গোস্বামীপাদের জীবনে লাঞ্ছন লাগাইতে অপচেষ্টা করিয়াছেন । অদ্যাবধি প্রকাশিত নরোত্তমবিলাসের সমস্ত সংস্করণে ১২ বিলাসে গ্রন্থসমাপ্তি দেখা যায় । শ্রী হরিদাস দাস মহাশয় শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব অভিধানে (পৃ. ১৫৮০) উক্ত গ্রন্থ ১২ বিলাস সম্পূর্ণ বলিয়া লিখিয়াছিলেন। অতএব যাঁহারা ১৩শ বিলাসের কথা বলেন তাহা ভিত্তিহীন নহে ত কি ? যদি কোথাও কোনো পুঁথিতে ১৩শ বিলাস থাকে উহা কোন মৎসরব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া পরে সংযোজিত হইয়াছে । শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীশিবানন্দসেনের পুত্র শ্রীচৈতন্যদাসের আবির্ভাব শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালে অর্থাৎ প্রায় ৪৮৫ বৎসর পূর্ব্বে আর শ্রীরূপকবিরাজ গোস্বামীর আবির্ভাব শ্রীচৈতন্য দাসের অপ্রকটের প্রায় ৫০ বৎসর পর ১৫৫৬ শকাব্দে । তাহা হইলে তিনি কি রূপে শ্রীচৈতন্যকারিকার রচয়িতা হইতে পারেন ? অতএব ইহা যে জালগ্রন্থ স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে । উক্ত আধুনিক জালগ্রন্থদ্বয়ের সাহায্যে শ্রীরূপকবিরাজ গোস্বামীপাদের সম্বন্ধে কিছু বলা বাতুলতা কিংবা মৎসরতা ছাড়া কিছুই নহে ।

আবার কেহ কেহ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর (১/১/২৯৫) শ্লোকের টীকায় শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী - শ্রীগুরু, শালগ্রাম ও তুলসী সেবা এবং একাদশী ব্রত নাই বলিয়া যে সৌরম্যমতের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা শ্রীরূপ কবিরাজ গোস্বামীর মত বলিয়া বলিতে চান । কিন্তু চক্রবর্ত্তীপাদ উক্ত টীকায় কোথাও শ্রীরূপ কবিরাজ গোস্বামী কিংবা শূরমাকুঞ্জের নাম উল্লেখ করেন নাই । সুতরাং তাঁহাদের উক্তি একেবারে নিরর্থক ও দ্বেষপূর্ণ । শূরমাকুঞ্জ কিংবা শ্রীরূপ কবিরাজ গোস্বামীর মতের সহিত সৌরম্য মতের কোনও সম্বন্ধ নাই । কারণ শূরমাকুঞ্জে প্রাচীনকাল হইতেই শ্রীগুরু, শালগ্রাম ও তুলসী সেবা এবং একাদশী ব্রত চলিয়া আসিতেছে ।

অদ্যাবধি অপ্রকাশিত এই শ্রীরূপচরিতামৃতের একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি পরিবারের গুরুপাট বড়শূরমা কুঞ্জে সুরক্ষিত আছে। শ্রীকুঞ্জের বর্ত্তমান মহান্ত মদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব পরমপূজ্যপাদ শ্রীল হরিদাস গোস্বামী মহারাজের কৃপাদেশে অনেক পরিশ্রমের ফলে এই গ্রন্থটির প্রকাশন সম্ভব হইল। আশা করি এই গ্রন্থপাঠে শ্রীরূপ কবীশ্বর গোস্বামীপাদ সম্বন্ধীয় মিথ্যা অবধারণাগুলি দূর হইবে এবং তাঁহার দিব্য প্রেমময়জীবন ভক্তসমাজে আলোক প্রদান করিবে। গ্রন্থকার শ্রীকানুদাস শ্রীরূপকবিরাজ গোস্বামীর অপার গুরুভক্তি, কঠোর বৈরাগ্য, অগাধ পাণ্ডিত্য, অনুপম ভজননিষ্ঠা, শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাস্মরণে সদা মগ্নতা, ও অসাধারণ বিরহার্ত্তিময় জীবনের নিরুপম বর্ণন করিয়াছেন। তাহার আস্বাদনে ভক্তহৃদয় অবশ্যই প্রেমভক্তি রসসিঞ্চনে ধন্য হইবে।

এই গ্রন্থের সাথে শ্রীগৌরপ্রসাদ দাস রচিত "শাখাবর্ণন" নামক গ্রন্থটি পরিশিষ্ট রূপে সংযোজিত হইল। উহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শাখাবর্ণন ক্রমে মুখ্যতঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, তৎশিষ্য শ্রীপাদ মুকুন্দদাস গোস্বামী এবং তৎশিষ্যদ্বয় শ্রীপাদ রূপকবিরাজ গোস্বামী ও শ্রীপাদ মথুরাদাস গোস্বামীর শিষ্যগণের বর্ণন রহিয়াছে।

শ্রীল রূপকবীশ্বর গোস্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত সয়দাবাদ গ্রামে এক সদাচার সম্পন্ন পরমভক্ত ব্রাহ্মণদম্পতি বাস করিতেন। একদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণী পতিদেবকে বলিতেছেন—"আমি গত রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলাম। এক অপূর্ব্ব গৌরবর্ণের বালক আমার কোলে খেলা করিতেছিল" ইহা শুনিয়া মহাদেব পণ্ডিতও বলিলেন—"হাঁ, আমিও স্বপ্নে দেখিয়াছি, তেজোময় একশিশু আমার হৃদয় হইতে তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল।"

এই সুখময় স্বপ্নবৃত্তান্ত উভয়ে পরমউৎসুকচিত্তে স্বীয় কুলগুরুপুত্র শ্রীকৃষ্ণচরণচক্রবর্ত্তীর নিকটে আসিয়া শুনাইলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "অতি উত্তম স্বপ্ন দেখিয়াছ, তোমাদের গৃহে শীঘ্রই কোন মহাপুরুষ জন্ম

নিবেন। যাও, ভক্তিভরে ভগবানের আরাধনা কর।" তাঁহারা অতি উল্লসিত মনে গৃহে আসিয়া তদবধি প্রভুর পূজা-অর্চ্চনায় তল্লীন রহিতে লাগিলেন।

জন্ম তথা বাল্যকাল–

১৫৫৬ শকাব্দে কার্ত্তিক রাসপূর্ণিমা বাসরে মধ্যাহ্নকালে বিমলাদেবী তপ্তকাঞ্চনদ্যুতি এক দিব্যবালক প্রসব করিলেন। বালকের নাম রাখিলেন বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ শিশুকাল হইতেই অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। ভগবানে অগাধ ভক্তি ছিল। বাল্যবন্ধুদের সাথে সর্ব্বদা ভগবদ্‌বিষয়ক খেলাধূলাই করিতেন। কখনও শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীগৌরলীলার অনুকরণ করিতেন। কখনও খেলিতে খেলিতে ভাবাবেশে অচৈতন্য হইয়া পড়িতেন। বাল্যকালে কয়েকবার শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীনিতাইগৌরের দর্শন পাইয়াছিলেন। পিতৃদেব পাঁচবৎসর বয়সে শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তীর পাঠশালায় বিশ্বরূপকে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। আরম্ভ হইল বিদ্যাধ্যয়ন। অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বরূপ কাব্য-ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। অলংকার শাস্ত্রের অধ্যয়ন মাত্র শুরু করিয়াছিলেন ইতিমধ্যে তীব্র কৃষ্ণানুরাগ তাঁহাকে বৃন্দাবন যাইবার জন্য বিবশ করিয়া তুলিল।

বৃন্দাবন আগমন–

কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া বিশ্বরূপ ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমে গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে প্রয়াগ, কাশী আদি তীর্থস্থল দর্শন করতঃ মথুরায় আসিলেন। বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, কাম্যবন আদি শ্রীকৃষ্ণলীলাভূমি দর্শনান্তে শ্রীরাধাকুণ্ডে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদের শিষ্য শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামীর শরণাপন্ন হইলেন। গোস্বামীচরণের অদ্‌ভূত ভজননিষ্ঠা, পাণ্ডিত্য–প্রতিভা, রসবিজ্ঞতা ও ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা নিজ বিদ্যাগুরুর নিকট শুনিয়াছিলেন। তাঁহারই আদেশে শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামীর নিকট দীক্ষা ও বেষাশ্রয় লইয়া পরমবৈরাগ্য ও নিষ্ঠার সহিত ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সাথে সাথে শ্রীগুরুসেবা ও ভক্তিগ্রন্থের অনুশীলন তৎপরতার সহিত করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসের নাম হইল "শ্রীরূপদাস"। উত্তরকালে অসাধারণ বিদ্বত্তার প্রভাবে শ্রীরূপকবীশ্বর (কবিরাজ) নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীরূপকবীশ্বর গোস্বামীর দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে সমাজে কিছু ভ্রান্তি দেখা যায়, তাহা দূর করা আবশ্যক। কিছুলোক শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য বলেন, কেহ বলেন শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর ও অপর কেহ-কেহ শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য বলিয়া থাকেন। কিন্তু কেহই এ সার্থক প্রমাণ প্রস্তুত করেন নাই। শ্রীল মুকুন্দদাস গোস্বামীই যে শ্রীরূপকবীশ্বরগোস্বামীর গুরু ছিলেন, এতদ্‌বিষয়ে নীচে কিছু প্রমাণ উপস্থাপিত করা হইল–

(ক) শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-পরিবারের শ্রীগুরু প্রণালিকায় শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামীর শিষ্য শ্রীরূপকবীশ্বর বা কবিরাজ ইহাই দৃষ্ট হয়। প্রণালী এইরূপ –"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু, শ্রীপাদ রূপগোস্বামী, শ্রীপাদ রঘুনাথভট্ট গোস্বামী, শ্রীপাদ কৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামী, শ্রীপাদ মুকুন্দদাস গোস্বামী, শ্রীপাদ শ্রীরূপকবীশ্বর গোস্বামী।" উক্ত প্রণালীর প্রাচীন হস্তলিখিত পত্র শ্রীবৃন্দাবন শোধ সংস্থান ও বড় শূরমা কুঞ্জ, শ্রীবৃন্দাবনে সুরক্ষিত আছে।

(খ) শ্রীগৌরপ্রসাদ দাস রচিত 'শাখা বর্ণন' গ্রন্থে শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামীর ৪ জন প্রধান শিষ্যের মধ্যে শ্রীরূপকবিরাজগোস্বামীর উল্লেখ রহিয়াছে। যথা–

"শ্রীরূপকবিরাজ শ্রীমথুরাদাস। শ্রীনৃসিংহানন্দ আর মণিরাম ঘোষ ॥
শ্রীমুকুন্দ-চারি শাখা সভাতে প্রধান। শ্রীরূপকবিরাজ মহাগুণবান ॥"

(গ) শ্রীল কানুদাস রচিত শ্রীরূপচরিতামৃতে শ্রীল মুকুন্দদাস গোস্বামী হইতে দীক্ষাগ্রহণ সম্পর্কে স্পষ্ট বর্ণন আছে–

"শুনি গোসাঞি সুখী হৈল, উঠি তাঁরে আলিঙ্গিল, কৃপা করি রাখিল চরণে।
কৃষ্ণনাম মন্ত্র দিয়া, রূপদাস নাম থুইয়া, ভক্তিশাস্ত্র করান অধ্যয়নে ॥"
(আদিঃ পৃঃ ৭-৮)

(ঘ) শ্রীরূপকবীশ্বর গোস্বামী স্বরচিত "সার সংগ্রহঃ" নামক গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে এবং উপসংহারে "একমাত্র গতি" ও "মদীয় বিধাতা" বলিয়া স্বগুরু শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামীর বন্দনা করিয়াছেন। যথা–

"শ্রীমুকুন্দপদদ্বন্দ্বং কন্দমানন্দসন্ততেঃ।
তনোতু ময়ি কারুণ্যং স্বমাত্রৈকগতৌ সকৃৎ ॥"(১/১/৪)

অনুবাদ :–আনন্দের অবিচ্ছেদ মূলস্বরূপ শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামীর পদযুগল আমার একমাত্র গতি, সেই প্রভু আমাতে একটিবার করুণা বিস্তার করুন।

"শ্রীমদ্রাধারমণচরিতানন্দপীযূষধারাং
বারং বারং রসিকসদসি প্রেমমত্তঃ প্রবর্ষন্ ।
স্বেশাকূতে পুনরপি কদা শ্রীমুকুন্দাখ্য আরাদ্নেত্রানন্দং
প্রভুরনুপমং হা মদীয়ং বিধাতা ॥" (৭/৪৯)

অনুবাদ :—মদীয় বিধাতা শ্রীমুকুন্দাখ্য অনুপম প্রভু শ্রীরাধাকুণ্ডে রসিক সভায় শ্রীশ্রীরাধারমণের লীলানন্দের অমৃতধারা বার বার প্রেমমত্ত হইয়া বৃষ্টি করিতে করিতে পুনরায় কবে শীঘ্র আমার নেত্রানন্দ বিধান করিবেন ।

উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়ের আস্বাদনে সুধীজন নিশ্চয়ই বুঝিবেন যে শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামীই তাঁহার গুরু ছিলেন ।

গৌড়দেশে গমন—

শ্রীরূপকবীশ্বরের বিলক্ষণ মেধাশক্তি ও অনন্যভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যাপনা ও রাগানুগাভক্তির প্রচার-প্রসার হেতু শ্রীমুকুন্দগোস্বামী একদিন বলিলেন—"রূপ" ! তুমি ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছ কিন্তু তোমাকে তো শ্রীরূপ-সনাতন ও জীব আদি গোস্বামীগণের রচিত অপার ভক্তি-সাহিত্য প্রচারের গুরুতর ভারবহন করিতে হইবে, সুতরাং তুমি গৌড়দেশে গিয়া অলংকার শাস্ত্র ও বেদান্তাদি ভালভাবে অধ্যয়ন করিয়া আইস ।

কবীশ্বরপাদ স্বীয় গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া গৌড়ে আসিলেন । তৎকোলীন বঙ্গদেশের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্রে নিষ্ণাত শ্রীভবানন্দ সিদ্ধান্ত বাগীশের নিকটে মাত্র ছয়মাসের মধ্যে অলংকারাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিলেন । তৎপশ্চাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাস্থলী শ্রীধাম নবদ্বীপ ও পুরী দর্শন করিয়া একবৎসরের ভিতরে শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন ।

শ্রীগুরুসেবা তথা কঠোরসাধনা —

পুনরায় কায়-মনো-বাক্যে শ্রীগুরুসেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন । তৎসঙ্গে চলিতে লাগিল ভক্তিশাস্ত্র শিক্ষা ও কঠোর সাধনা । শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামীপাদ বেশ বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন । এখন নিজহস্তে স্বীয় প্রাণারাম শ্রীশ্রীরাধানয়নানন্দের সেবা আর সুচারু রূপে করিতে পারিতেছেন না । শ্রীরূপকবিরাজের তীব্র ভজননিষ্ঠা ও গাঢ় অনুরাগ দেখিয়া তাঁহাকে নিজ প্রাণকোটিসর্ব্বস্বের সেবা সমর্পণ করিলেন ।

শ্রীশ্রীরাধানয়নানন্দের সেবা লাভ করিয়া শ্রীরূপকবীশ্বর গোস্বামীর আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি নিত্য ছয়দণ্ড রাত্রি থাকিতে উঠিয়া স্নানক্রিয়াদি সমাপন করিতেন। তৎপশ্চাৎ শ্রীগুরুদেবকে পাদসম্বাহন পূর্ব্বক জাগাইয়া শৌচে লইয়া যাইতেন। নিজহাতে অঙ্গমার্জ্জন ও স্নান করাইতেন। প্রতিদিন উভয় সন্ধ্যায় নিয়মপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবের সাতবার পরিক্রমা এবং একশত বার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন। অপরদিকে শ্রীঠাকুরের প্রেমময় সেবাও প্রাণ ভরিয়া চলিতেছে। প্রভুর পূজার একমাত্র প্রিয় সামগ্রী বন্যফুল, তুলসীদল ও প্রেমাশ্রু নিত্য নিবেদন করিতেন। ভিক্ষালব্ধ আটা ও বনের শাক-পাতা দিয়া রন্ধন প্রস্তুত করিয়া শ্রীবিগ্রহের ভোগ লাগাইতেন। শ্রীগুরুদেবের ভোজনাবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ অধরামৃত খাইয়াই জীবন ধারণ করিতেন।

শ্রীগুরুভক্তির অদ্‌ভূত উদাহরণ প্রস্তুত করিয়াছেন শ্রীরূপকবিরাজ গোস্বামী। ইঁহাকে শ্রীরূপগোস্বামীপাদের অবতার বলা হয়। প্রস্তুত "শ্রীরূপচরিতামৃত" গ্রন্থে শ্রীরূপকবীশ্বর গোস্বামীর জীবন চরিত অতি সুন্দররূপে বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীকানুদাসজী লিখিয়াছেন শ্রীরূপগোস্বামীচরণ পূর্ব্বে শ্রীগুরুসেবা করিতে পারেন নাই বলিয়া দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ হইয়া অপূর্ণসাধ পূর্ণ করিয়াছেন। যথা–

পূর্ব্বে তিহোঁ জনমিয়া, গুরুসেবা না পাইয়া, চিতে বহ রহি ছিল দুঃখ।
সেই লোভে এবে আসি, পাইয়া সেবা সুখ রাশি, দিনে দিনে হৈল মহাসুখ॥
(শ্রীরূপচরিতামৃত-আদিলীলা)

শ্রীকানুদাস মহাশয় বলিতেছেন শ্রীরূপগোস্বামী পূর্ব্বে যে গ্রন্থরাজি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার বিশেষ বর্ণন ও বিস্তার করিবার লোভও পূর্ণ করিলেন শ্রীরূপকবীশ্বর রূপে–

নানাশাস্ত্র সিন্ধুমথি, ভক্তিরত্ন পাইল তথি, ক্রমকরি গ্রন্থন করিলা।
সংক্ষেপে বর্ণিলা সার, বিশেষে রহিল আর,তাহা বিস্তারিতে লোভ হৈলা॥
(ঐ)

*** *** ***

সেইরূপ অবতরি, রূপকবিরাজ নাম ধরি, প্রকট হৈলা পুনঃ পৃথিবীতে॥
(ঐ)

শ্রীকানুদাসজী শ্রীরূপকবিরাজগোস্বামীর ত্যাগ-বৈরাগ্য ও তপোময় জীবনের মার্মিক বর্ণন করিয়াছেন স্বগ্রন্থে। শুধু কৌপীন, করোয়া ও ছিঁড়া কাঁথা সম্বল ছিল শ্রীরূপকবিরাজের। ভূমিতে শয়ন করিতেন। আনকদা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুসেবন, স্তব-পাঠ, পরিক্রমা, শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-লীলার বর্ণন এবং ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নাদিতে সর্বদা লীন থাকিতেন। সজীব চিত্রাঙ্কণ। যথা–

কৌপীন করুয়া হাতে, ছেঁড়া কাঁথা করি মাথে, ভূমে মাত্র করয়ে শয়ন ॥
করে গুরুর সেবন, সদা শাস্ত্র অধ্যয়ন, স্তবপাঠ পরিক্রমা করে ॥
শ্রবণে না শুনে আন, মুখে সদা কৃষ্ণগান, সাধু-শাস্ত্র নয়নে নেহারে ॥
রাত্রে নিদ্রা নাহি যায়, বসি মাত্র পুঁথি চায়, বৃক্ষের গলিত পত্র আনি ॥
সেই পত্র অনলে দিয়া, সেই দীপ জ্বালাইয়া, পাঠ চাহে আপনা আপনি ॥

শ্রীরূপ কবিরাজের গ্রন্থানুশীলনের অভূতপূর্ব্ব চেষ্টা দেখিয়া সাধক মাত্রের হৃদয়ে অপার বিস্ময় জাগে। রাত্রিবেলা ঠাকুরসেবা ও প্রসাদ সেবনান্তে শ্রীগুরুদেব শয়নে গেলে মৃদু-মৃদু পাদসম্বাহন করিতেন। যখন মুকুন্দদাস গোস্বামী নিদ্রিত হইয়া পড়িতেন সেই সময় উঠিয়া গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। কৌপীনধারী সর্বত্যাগী বৈরাগী প্রদীপ জ্বালাইবার তৈল পাইবেন কোথায় ? দিনে শুষ্কপত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। সেই শুখনা পাতা জ্বালাইয়া তাহারই আলোকে পুঁথি পড়িতেন। আহার-নিদ্রার প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ছিল না। দেহ-দৈহিক অনুসন্ধান হারাইয়া নিরন্তর অলৌকিক প্রেমানন্দে মত্ত থাকিতেন।

শ্রীগুরুদেবের অন্তর্দ্ধান –

এইরূপে কঠোর সাধনা, শ্রীবিগ্রহ এবং গুরুসেবায় দিব্যানন্দে দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। ১৫৮৬ শকে আশ্বিন শুক্লা পঞ্চমীতে শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামীপাদের অন্তর্দ্ধানে শ্রীরূপকবীশ্বর অত্যন্ত বিরহে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। শ্রীগুরু-বিচ্ছেদে দিবারাত্র হাহাকার করিয়া কাঁদিতেন। যাহার মর্মস্পর্শী বর্ণন 'শ্রীরূপচরিতামৃতে'–

হা হা গোসাঞি! বলি বলি, সদা কান্দে ফুলি ফুলি, গঙ্গাধারা বহয়ে নয়নে।
পড়িয়া ধরণীতলে, দেহ ভিজে অশ্রুজলে, অধৈর্য্য হইল তনু-মনে ॥

ক্ষণে গড়াগড়ি যায়, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাপায়, শ্বাসহীন সকল শরীর ।
জল বিনা যেন মীন, অন্ধ যেন নেত্রহীন, বলহীন যেন হৈল বীর ॥

ভক্তগ্রন্থ অধ্যাপনা –

বিয়োগ-ব্যথা কিছু শান্ত হওয়ার পর ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় পুনঃ মনোনিবেশ করিলেন । তৎকালীন ব্রজের বৈষ্ণবসমাজে মূর্দ্ধণ্যস্থানীয় সর্ব্বশাস্ত্রে সুনিপুণ পরমপণ্ডিত শ্রীরূপকবীশ্বর গোস্বামীর খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া গেল । বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা আদি প্রদেশ হইতে অনেক ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব বিদ্যার্থী আসিয়া গোস্বামীপাদের নিকটে বৈষ্ণবশাস্ত্রের অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও তাঁহার কাছে গোস্বামীগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । যাহার উল্লেখ শ্রীকানুদাস করিয়াছেন–"শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, গোস্বামীরে করে ভক্তি, অধ্যয়ন করে তাঁর স্থানে ।"

স্বকীয়-পরকীয়া বিবাদে বিজয়লাভ –

শ্রীরূপকবীশ্বর গোস্বামীর সময়ে একবার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিষয়ক স্বকীয়-পরকীয়াভাব লইয়া বিবাদ উঠিয়াছিল । স্বকীয়াবাদীগণ পরকীয়াভাবকে নিন্দনীয় বলিয়া জয়পুর রাজসভায় আপত্তি জানাইলে রাজা উক্তবিবাদের সুমীমাংসার জন্য এক পণ্ডিতসভা আহূত করিলেন । তৎসভায় শ্রীরূপকবীশ্বর গোস্বামী আমন্ত্রিত হইয়া কতিপয় শিষ্যসহ সমুপস্থিত হইলেন । তিনি ছিলেন পরকীয়াভাবের পরমসমর্থক । শাস্ত্র ও যুক্তিবলে ব্রজের পরমনির্মল পরকীয়াভাবের সর্ব্বোৎকৃষ্টতা ও নিত্যতা নিরূপণ করিয়া স্বকীয়াবাদীদিগকে পরাস্ত করিয়া দিলেন । গোস্বামীপাদ সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবেচনা দ্বারা দেখাইলেন যে গোপীপ্রেমের পরাকাষ্ঠা 'মহাভাব' একমাত্র পরকীয়াতেই প্রকাশিত : যাহা বিনা সর্বলীলা মুকুটমণি পরমরসময়ী 'রাসলীলা' সম্ভব নহে।

জয়পুরাধিপতি শ্রীরূপকবীশ্বরের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ব্রজের সুনির্মল রাগানুগাভক্তি-সাম্রাজ্যের শূরপুরুষ ঘোষণা করতঃ 'শূরমা' উপাধি প্রদান করিলেন ।

শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রচারার্থে গৌড়ে আগমন –

শ্রীল রূপকবীশ্বর গোস্বামী সুদীর্ঘ ৩৬ বৎসর ব্রজবাসের পর শ্রীগুরুর স্বপ্নাদেশে বিশুদ্ধ রাগানুগা ভক্তি-ধর্ম প্রচার হেতু পূর্ব্ব ভারতে যাত্রা করিলেন।

বারাণসী, অবধপুরী আদি প্রেমে সিঞ্চিত করতঃ মিথিলায় আসিয়া পৌঁছাইলেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম মিথিলা অঞ্চলে মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম প্রচার করেন। ভাগলপুরের নিকট কলগ্রামের এক প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীগিরিধর সিংহকে কৃপা করিয়া তত্র একমাস নিবাস করিলেন। বহু শিষ্য সঙ্গে সেই দেশ শ্রীকৃষ্ণভক্তি-ধারায় প্লাবিত করিয়া শ্রীল নরোত্তঠাকুর মহাশয়ের জন্মভূমি খেতুরীতে পদার্পণ করিলেন। ঠাকুর মহাশয় সেবিত "শ্রীগৌরাঙ্গ" দর্শন করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। বহক্ষণ অশ্রু, কম্প, পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক বিকারে বিভূষিত হইয়া নৃত্য-কীর্ত্তন করিলেন।

এইদিকে শ্রীরূপকবীশ্বর গোস্বামীর আগমন বার্ত্তা সর্ব্বত্র দ্রুতগতিতে ছড়াইয়া পড়িল। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য প্রভু ও শ্রীনরোত্তমঠাকুর আদি মহাজনগণের অন্তর্দ্ধানের পর হইতে বঙ্গদেশে ভক্তিপ্রচার শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। কবীশ্বর গোস্বামীপাদের আগমনে ভক্তসমাজে নূতন প্রাণের সঞ্চার হইল। পরমহর্ষচিত্তে তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত চারিদিক হইতে নিত্য ভক্ত-বৈষ্ণবগণ আসিতে লাগিলেন। শ্রীমুকুন্দ চৌধুরী, বোরাকুলির শ্রীকিশোর ঠাকুর, শ্রীরাধাবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব এক-এক করিয়া আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল, প্রশস্ত ললাট, আজানুলম্বিতবাহ ও কাঞ্চনকান্তি-দিব্য প্রেমময় কলেবর দর্শনে সকলেই প্রেমে অভিভূত হইতেন।

বিদ্বৎকুলমুকুটমণি পরম রসিকাচার্য শ্রীরূপকবীশ্বর গোস্বামীচরণকে পাইয়া ভক্ত-সমাজে যে অভূতপূর্ব আনন্দলহরী খেলিয়াছিল তাহার অপূর্ব বর্ণন শ্রীরূপচরিতামৃতকার করিয়াছেন–

যেমন চাতকগণ, পাইলেন নবঘন, চকোর পাইল যেন চান্দে।
অন্ধে যেন পাইল আঁখি, এইমত হইল সুখী, দিবানিশি পরম আনন্দে ॥

শ্রীনিবাসাচার্য্য শাখার শ্রীমুকুন্দ চৌধুরী শ্রীরূপকবীশ্বর গোস্বামীকে প্রাণসম ভাল বাসিতেন। তিনি একদিন প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক শ্রীকবীশ্বর গোস্বামীকে বলেন–"শ্রীকৃষ্ণ করুণা করিয়া আপনাকে আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন ; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এখানেই নিবাস করুন। আপনার মত মহারত্নকে পাইয়া আমরা পরম কৃতার্থ। আমাদের ছাড়িয়া যাইবেন না।" এইরূপ অনুনয়-বিনয় করিয়া পুরমারা নামক গ্রামে কিছু ভূমি দিলেন। তাঁহার

পরম আগ্রহে কবীশ্বর গোস্বামীপাদ সেই গ্রামের নাম 'কৃষ্ণবটী' থুইয়া তথায় আশ্রম নির্মাণ করতঃ নিবাস করিতে লাগিলেন। বৃন্দাবন হইতে স্বীয় গুরুদেবের সেবাবিগ্রহ প্রাণকোটিসর্ব্বস্ব 'শ্রীশ্রীরাধানয়নানন্দ জীউ' কে সাধে আনিয়াছিলেন, তথায় তাঁহাকে স্থাপনা করিলেন।

এখন চলিতে লাগিল প্রাণারাধ্যের প্রাণভরা প্রেমময়সেবা ও তৎসঙ্গে নিত্যপাঠ-কীর্ত্তন ও মহোৎসব হইতে লাগিল। স্বয়ং প্রকটিত শ্রীশ্রীরাধানয়নানন্দ-যুগলের অনুপম মাধুরী ও অপরূপ সেবা-সৌষ্ঠব দর্শনে ভক্তবৃন্দ পরমাহ্লাদিত হইতেন।

ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যা –

অসংখ্য ভক্তগণের সমাগম নিত্য হইতে লাগিল। বৈষ্ণবগণের প্রার্থনায় শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামীবৃন্দের রচিত ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যা নিত্য শুনাইতেন। শ্রীকবীশ্বর গোস্বামীপাদের মুখারবিন্দ বিগলিত বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত ও নিগূঢ় ব্রজলীলা-রহস্যের রসময়ী ব্যাখ্যা শ্রবণে ভক্তগণ ভাব-বিহ্বল হইয়া উঠিতেন। গৌড় ও বঙ্গে ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখ্যা করতঃ রাগানুগা-ভক্তিধর্মের প্লাবন আনিয়াছিলেন। অগণিত লোক তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া ধন্য হইয়াছিল।

একবার বোরাকুলির শ্রীকিশোরঠাকুর ভক্তিরসতত্ত্বের ব্যাখ্যা তত্রত্য ভক্তসমাজকে শ্রবণ করাইবার মানসে নিজবাটীতে শ্রীকবীশ্বর গোস্বামীপাদের অনুরোধ করিয়া লইয়া যান। তথায় শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর দর্শনে গোঁসাই মহাসুখী হন। গোস্বামীপাদের আগমনে চারিদিকে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। কিশোরঠাকুর এক বিশাল মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। নানাদিক হইতে অগণিত ভক্ত-বৈষ্ণবগণের আগমন হইতে লাগিল। বড়-বড় বিদ্বান্, পণ্ডিত ও সাধু-সন্ত উক্ত মহোৎসবে আসিলেন। তন্মধ্যে মুখ্য ছিলেন– শ্রীরত্নেশ্বর গোঁসাই, শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র শ্রীঘনশ্যাম দাস, শ্রীরাধাবিনোদ চক্রবর্তী, শ্রীবৃন্দাবন কবিরাজ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও চিন্তামণি রায় প্রভৃতি।

মন্দিরপ্রাঙ্গণে মহোৎসবে সমুপস্থিত ভক্তগণের বিশাল সভায় পণ্ডিত মণ্ডলী শ্রীরূপ কবীশ্বর গোস্বামীকে নিবেদন করিলেন–"গোস্বামিপাদ! আপনি ভক্তিরসসিদ্ধান্তের খনি, আপনার পাণ্ডিত্যের সুখ্যাতি আমরা শুনিয়াছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক নিম্নশ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া আমাদের সন্দেহ নিরসন করুন–

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তগোপেন্দ্রনন্দনঃ ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য সঃ ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥

(লঘুভাগবতামৃত–২৬৭, উদ্ধৃত যামলে বচন)

প্রথম কথা হইল–ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ যদি ব্রজ ছাড়িয়া কুত্রাপি গমন না করেন তাহা হইলে অক্রূরের সাথে মথুরায় কোন কৃষ্ণ গেলেন ? দ্বিতীয়–সত্যই যদি শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে থাকিতেন তাহা হইলে ব্রজবাসীজন তদ্‌বিরহে অহর্নিশি কাঁদিয়া আকুল কেন ? তৃতীয়–শ্রীকৃষ্ণ যখন কলিযুগে গৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন তখন ব্রজলীলা কিরূপে সম্ভব হয় ?

শ্রীল রূপকবিরাজ গোস্বামী উপরোক্ত শ্লোকের ১২ দিন ব্যাপী অদ্বিতীয় বিদ্বত্তাপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, লীলা ও ভক্তিরসতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য শুনাইয়া সকল সন্দেহ দূর করতঃ ভক্ত ও পণ্ডিত মণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়া তুলিলেন । তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও রসবিজ্ঞতার প্রশংসা ভক্তগণ পঞ্চমুখে করিতে লাগিলেন । শ্রীরূপচরিতামৃতের মধ্যলীলায় উক্তব্যাখ্যার বিস্তৃত বর্ণন রহিয়াছে । এখানে "সারসংগ্রহ" ও "শ্রীরূপচরিতামৃতের" আধারে সারাংশ দেওয়া হইল–

(১) শ্রীনন্দনন্দন ও শ্রীবসুদেবনন্দনে ভেদ রহস্য

"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো ------" এই শ্লোকার্ধে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে যদুসম্ভূতো অর্থাৎ বসুদেবনন্দন এবং গোপেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ দুইজন পৃথক্ পৃথক্ । স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন যিনি, তিনি বৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথাও যান না। এই বিষয়ে "যামলে" স্পষ্ট বর্ণন আছে–

"নন্দপত্ন্যাং যশোদায়াং মিথুনং সমজায়ত ।
গোবিন্দাখ্যং পুমান্ কন্যা সাম্বিকা মথুরাং গতা ॥
বসুদেবসুতঃ শ্রীমান্ বাসুদেবোঽখিলাত্মনি ।
লীনো নন্দসুতে রাজন্ ঘনে সৌদামিনী যথা ॥"

–নন্দপত্নী যশোদার দুইটি যমজ সন্তান জাত হয়, একজন গোবিন্দ নামক পুত্র, অপরটি অম্বিকা নাম্নী কন্যা । বসুদেব যখন নিজপুত্র আনিয়া যশোদার কোলে শয়ন করাইলেন তখন বসুদেবনন্দন যশোদানন্দনে মেঘে বিদ্যুতের ন্যায় লীন হইয়া গেলেন । কৃষ্ণমায়ায় বসুদেব শুধু কন্যাই দেখিয়াছিলেন । তিনি সেই কন্যা লইয়া মথুরায় গমন করিলেন । নন্দনন্দন

কৃষ্ণ হইলেন সর্বঅবতার অবতারী স্বয়ং ভগবান্ আর বসুদেবনন্দন হইলেন বৈকুণ্ঠের আদ্যব্যূহ বাসুদেব ।

স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ ছাড়িয়া কোথায়ও যান নাই । তাঁহাতে মিলিত বসুদেবসুত অক্রূরের সাথে মথুরায় গিয়াছিলেন । যশোদানন্দন ব্রজেই ছিলেন । যথা লঘুভাগবতামৃতে (২৬৮)–

"অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো মধুপুরীং ব্রজেৎ ।
ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতাম্ ॥"

শ্রীকবীশ্বর গোস্বামীপাদ স্বরচিত সারসংগ্রহ গ্রন্থে উপরোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় কহিয়াছেন–

"প্রকটরূপেণ জগতি স্পষ্টরূপেন বসুদেবনন্দনরূপেণেত্যর্থঃ,
ন তু গূঢ়রূপেণ নন্দনন্দনরূপেণেত্যর্থঃ ।
স্বং ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য বহিরঙ্গজনানাং নেত্রাগোচরীকৃত্য ॥"

–প্রকটরূপে অর্থাৎ জগতে যাহা স্পষ্টরূপে জ্ঞাত সেই বসুদেবনন্দন রূপে শ্রীঅক্রূরের সাথে মধুপুরী গমন করেন ; গূঢ়রূপে অর্থাৎ যাহা সর্বত্র জ্ঞাত নহে সেই নন্দনন্দনরূপে নহে । তিনি নিজ ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপ প্রকটলীলার বহিরঙ্গ জনগণের নেত্রের অগোচরীভূত করিয়া রাখেন ।

(২) ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ রহস্য

ব্রজবাসীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাস্তবিক বিরহ হয় নাই । প্রত্যক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে অক্রূরের রথে চড়িয়া মধুপুরী যাইতে দেখা হেতু তাঁহারা ঐ দৃশ্য ভুলিতে পারেন নাই ; তাই তাঁহাদের বিরহের অনুভব হইয়াছিল । তাহাও তিন মাসের জন্যই । যথা–

ব্রজে প্রকটলীলায়াং ত্রীন্ মাসান্ বিরহোঽমুনা ।
অত্রাপাজনি বিস্ফূর্ত্তিঃ প্রাদুর্ভাবোপমা হরেঃ ।
ত্রিমাস্যাঃ পরতস্তেষাং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেন সঙ্গতিঃ ॥

(লঘুভাগবতামৃত, ২৬৯)

–প্রকট লীলায় মাত্র তিন মাস শ্রীকৃষ্ণবিয়োগ হইয়াছিল ; তাহাতেও প্রাদুর্ভাব সদৃশ শ্রীকৃষ্ণের বিশেষস্ফূর্ত্তি হইত । তিন মাস পর শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ মিলন হইয়াছিল ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলাবিশেষের অনুসারে ব্রজদেবীগণের বিরহাবস্থা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে ; পরন্তু বৃন্দাবনে সর্বদা রাসাদি বিবিধ লীলা-বিলাসরত হরির সহিত ব্রজগোপীদিগের কখনও বিরহ হয় নাই ।–

হরের্লীলাবিশেষস্য প্রকটস্যানুসারতঃ ।
বর্ণিতা বিরহাবস্থা ব্রজবামভ্রুবামসৌ ॥
বৃন্দারণ্যে বিহরতা সদা রাসাদিবিভ্রমৈঃ ।
হরিণা ব্রজদেবীনাং বিরহো নাস্তি কর্হিচিৎ ॥
(উজ্জ্বলনীলমণি ১৫/১৮৫-৮৬)

বাস্তবিক পক্ষে বিরহ বিনা সম্ভোগরস পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। মিলনে এক কৃষ্ণেরই অনুভব হয় আর বিরহে নিবিড়তম স্মরণ-চিন্তনের ফলে ত্রিভুবন কৃষ্ণময় হইয়া উঠে । তদবস্থায় বিরহিহৃদয় যে অনির্বচনীয় সুখ লাভ করে তাহা সম্ভোগ হইতেও অধিক চমৎকারময় । এই হেতুই অস্মৎ সম্প্রদায়াচার্যগণ বিরহ রসের প্রচুর বর্ণন করিয়াছেন ।

(৩) শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ দুই একরূপ এবং উভয়ে যুগপৎ লীলাপরায়ণ–

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ–"রাধাপ্রেম কিরূপ ? আমার মাধুরী কীদৃশ এবং আমাকে ভালবাসিয়া রাধা কিপ্রকার সুখলাভ করে ?" এই বাঞ্ছাত্রয়ের পূর্ত্তিহেতু শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি লইয়া যখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন তখনও ব্রজলীলা অবাধ চলিতে থাকে । তিনি নবদ্বীপে ও ব্রজে উভয়ত্র পূর্ণতম স্বরূপে যুগপৎ লীলাপরায়ণ । শ্রুতি বলেন–

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥"

অনন্ত অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ বৈকুণ্ঠাদি নিত্যধামে পরিপূর্ণ স্বরূপে বিরাজমান থাকিয়াই মর্ত্তেও পূর্ণস্বরূপে অবতীর্ণ হন । তাঁহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে । তিনি ইচ্ছামাত্র অনন্তস্বরূপে যুগপৎ অনন্তধামে বিহারে সমর্থ।

ভট্টাচার্য্যের পরাজয় –

একবার কিছু বিরোধী লোক মাৎসর্য্যবশতঃ শ্রীকবীশ্বর গোস্বামীকে পরাজিত করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল । তন্মধ্যে মুখ্য শ্রীরাধাবিনোদ চক্রবর্ত্তী নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যকে প্রলোভন দিয়া বলিলেন "আপনি যদি শ্রীরূপ কবিরাজকে শাস্ত্রযুদ্ধে

সে ভাবেই হউক হারাইতে পারেন, তাহা হইলে আপনাকে আমি একশত বিঘা ভূমি ও একশত মুদ্রা প্রদান করিব । ইহাতে প্রলুব্ধ হইয়া ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তীর প্রার্থনা স্বীকার করিয়া কবীশ্বর গোস্বামীপাদকে শাস্ত্রালোচনায় আহ্বান করিলেন । এক বিশাল সভায় শাস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইল । ভট্টাচার্য্য নানাছলের আশ্রয় লইয়া রাগানুগাভক্তি সিদ্ধান্তের হেয়ত্ব স্থাপনের বহু প্রয়াস করিলেন কিন্তু শ্রীরূপকবীশ্বরের প্রচণ্ড পাণ্ডিত্যের সামনে টিকিতে পারিলেন না । পরিশেষে পরাজয় স্বীকার করিয়া চরণে শরণ গ্রহণ করিলেন । এই ঘটনার পর হইতে বিরোধীগণ তাঁহার চরণে নতমস্তক হইলেন ।

উৎকল গমন –

শ্রীল রূপকবীশ্বর গোস্বামী অদ্বিতীয় ভক্তি-রসশাস্ত্রবেত্তা ও ব্যাখ্যাতা রূপে বৃন্দাবন, গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলে সর্ব্বত্র পরম প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। গৌড়দেশ তাঁহার ভক্তি-রসবন্যায় প্লাবিত হইয়াছে শুনিয়া শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর শ্রীকবীশ্বর গোস্বামীর নিকট উৎকলদেশকে পবিত্র করিতে পত্র প্রেরণ করিলেন । শ্রীনয়নানন্দের আমন্ত্রণপত্র পাইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনের উৎকণ্ঠায় খেতুরী হইতে উড়িষ্যায় প্রস্থান করিলেন । প্রথমে নিজ জন্মভূমি সয়দাবাদ আসিলেন । শ্রীশ্রীমোহনরায় জীউর দর্শন করতঃ পথে কাঞ্চননগরে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসমূর্ত্তি দর্শনমাত্র প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন । বহুক্ষণ পর সংজ্ঞা পাইয়া নৃত্যকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন । একদিন কাটোয়ায় বিশ্রামানন্তর অগণিত ভক্তসঙ্গে রাঢ় ও দক্ষিণবঙ্গ প্রেমরসে প্লাবিত করিতে করিতে গোপীবল্লভপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার অশ্রু-কম্প-পুলক-স্বেদ-বৈবর্ণ্য আদি অদ্ভুত সাত্ত্বিক বিকার ও সুমধুর নৃত্য-কীর্ত্তন দর্শন করিয়া সকলের হৃদয়ে সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর স্মৃতি জাগিয়া উঠিত ।

সেইদিকে শ্রীরূপকবীশ্বর গোস্বামীর আগমন বার্ত্তা শুনিবা মাত্র কীর্ত্তন মণ্ডলীসহ শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর অগ্রসর হইয়া সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে স্বীয় মন্দিরে লইয়া আসিলেন । শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দ জীউর মনোরম দর্শনে গোস্বামীপাদ ভাব-বিহ্বল হইয়া নৃত্য-গীতাদি রসে মাতিলেন।

শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর শ্রীলকবীশ্বর গোস্বামীকে পাইয়া অন্ধের নেত্র প্রাপ্তির

ন্যায় অত্যন্ত আনন্দে বিভোর হইলেন। তত্রত্য ভক্ত-বৈষ্ণবগণ ও নয়নানন্দ ঠাকুরের পরমাগ্রহে তথায় কয়েক মাস বাস করতঃ নিত্য কৃষ্ণকথামৃত মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গোস্বামীপাদ কয়েকদিন পর্যন্ত কৃষ্ণকথা রসসিন্ধুতে ডুবিয়া থাকিতেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত ভগবল্লীলা রসপানে আহার-নিদ্রাদি ভুলিয়া শ্রীলনয়নানন্দ ও ভক্তগণ সদা আনন্দে মাতোয়ারা রহিতেন।

কিছুদিন পর জগন্নাথ দর্শনের তীব্র লালসা উদিত হইলে নয়নানন্দ ঠাকুর সহ পুরীধামে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দেখিয়া নীলাচলে আসিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনমাত্র শ্রীরূপকবীশ্বর সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। স্বেদ-শ্লেষ্মা ও অশ্রুজলে সিক্ত কলেবর গোস্বামীপাদকে বহযত্নে ভক্তগণ চৈতন্য দান করাইয়া প্রেমবিকারোন্মত্ত অবস্থায় শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাস্থলী সকল দর্শন করাইলেন।

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র দর্শনান্তে পুনঃ গোপীবল্লভপুরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শ্রীনয়নানন্দ ঠাকুর ও রামচন্দ্র মহাপাত্র আদি ভক্তগণের অনুরোধে গোপীবল্লভপুরের নিকটে খুরিয়া (খুরুঠিয়া) নামক গ্রামেই শেষ জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

অন্তর্ধান –

শ্রীলকবীশ্বর গোস্বামীচরণের শেষজীবন অতীব বিরহময় ছিল। নিরন্তর অন্তর্দশায় মগ্ন থাকিতেন এবং দিবানিশি বিরহে ব্যাকুল হইয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতেন। কখনও হা গৌর! হা নিতাই! হা স্বরূপ! হা রূপ! হা সনাতন! তো কখনও হা রাধে! হা কৃষ্ণ! হা বৃন্দাবন! হা গোবর্দ্ধন! হা রাধাকুণ্ড! বলিয়া বিলাপ করিতেন। তাঁহার নিরুপম শ্রীকৃষ্ণবিরহজনিত কাষ্ঠ-পাষাণ ভেদকারী মর্মন্তুদ দশা দেখিয়া অপার দুঃখসাগরে নিমজ্জিত ভক্তগণের দশাও বর্ণনাতীত হইয়াছিল।

১৬২৬ শকাব্দের বিজয়াদশমীর পূর্বদিন নিজ অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীরাধাকিশোর গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া দাস, শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী আদিকে বলিলেন "আমি আগামীকাল বৃন্দাবন যাইব।" কিন্তু কেহই এই বাক্যের তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীরূপকবীশ্বর গোস্বামীপাদ সেই দিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে সামান্য দুগ্ধ প্রসাদ গ্রহণপূর্বক সমস্ত

রাত্রি সংকীর্ত্তনে কাটাইলেন। পরের দিন প্রাতঃকালে স্বরচিত দুইটিপদ গাহিতে গাহিতে হঠাৎ সংকীর্ত্তনের মধ্য হইতে অপ্রকট হইয়া গেলেন। শিষ্যগণ তাঁহার অদর্শনে জলবিহীন মীনের মত শোকাকুল হইয়া দিবারাত্র ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শোকসিন্ধুতে নিমগ্ন দেখিয়া পরদিবস নিশাভাগে প্রমুখ শিষ্যগণকে যুগপৎ স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন, "আমি বৃন্দাবনে শ্রীযুগলের নিত্য নিকুঞ্জে আসিয়া গিয়াছি; তোমরা দুঃখ করিও না। তোমরাও বৃন্দাবনে আসিয়া বাস কর।" স্বপ্নাদেশ পাইয়া অনেকেই বৃন্দাবন চলিয়া আসেন। ব্রজে আসিয়া তাঁহারা বিভিন্ন স্থলে পঞ্চদশাধিক কুঞ্জ-মন্দির স্থাপনপূর্ব্বক ভজন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াদাস যাঁহাকে শ্রীশ্রীরাধানয়নানন্দের সেবা সমর্পণ করিয়াছিলেন তিনি পুনঃ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ভজনস্থলী বড়শূরমাকুঞ্জে যেখানে তচ্ছিষ্য শ্রীপাদ মুকুন্দদাস গোস্বামী শ্রীশ্রীরাধানয়নানন্দের সেবাস্থাপন করিয়াছিলেন তথায় আনিয়া উক্ত বিগ্রহের সেবা করিতে লাগিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবন পাথরপুরাস্থিত কবিরাজ গোস্বামীর কুঞ্জে স্বীয় গুরুদেবের সমীপে শ্রীপাদ রূপকবীশ্বর গোস্বামীর সমাধি বর্তমান আছে। ইনি ব্রজলীলায় রত্নমঞ্জরী ছিলেন।

রচনাবলী –

শ্রীরূপকবীশ্বর গোস্বামীপাদ তিনটি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন–

১) *সার সংগ্রহঃ* – গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসসিদ্ধান্তের সার এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইং ১৯৪৯ সনে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে যুগ্ম সম্পাদক প্রভুপাদ শ্রীরাধারমণ গোস্বামী, বেদান্তভূষণ মহোদয় এবং শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী, এম. এ. স্মৃতি, মীমাংসা তীর্থ মহাশয় যথার্থ অভিমত প্রকট করিয়াছেন –

"বৈষ্ণবশাস্ত্রেভ্যো বিশেষেণ তু গৌড়বৈষ্ণবানাং সিদ্ধান্তগ্রন্থেভ্যঃ সমাকৃষ্য সংগৃহীতোঽত্র গ্রন্থকৃতা সারঃ। প্রদর্শিতঞ্চ সপ্রমাণং শ্রীভগবতো রতি-ধাম-লীলাদীনাং তত্ত্বানাং সিদ্ধান্ত ইত্যয়ং সার-সংগ্রহো নূনং শ্রীরাধাগোবিন্দ পদারবিন্দভজনাভীপ্সূনাং গৌড়ীয়বৈষ্ণবতত্ত্ববুভুৎসূনাং বৈষ্ণব-শাস্ত্র তত্ত্বগবেষকাণাঞ্চ কল্পতে ভূয়সে লাভায়। –গ্রন্থকার এই গ্রন্থে বৈষ্ণবশাস্ত্র হইতে বিশেষতঃ গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তগ্রন্থ সমূহ হইতে সার সমাক্ রূপে আকর্ষণ করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন। অত্র শ্রীভগবানের রতি, ধাম, লীলাদির

তত্ত্বও সপ্রমাণ দেখান হইয়াছে। নিশ্চয়ই এই সারসংগ্রহ গ্রন্থের অধ্যয়নে শ্রীরাধাগোবিন্দের পদারবিন্দ ভজনেচ্ছু জনগণের, গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব জিজ্ঞাসু ও বৈষ্ণবশাস্ত্র গবেষকগণের মহান্ লাভ হইবে।"

২) ***রাগানুগাবিবৃতিঃ*** :- ব্রজের রাগাত্মিকা ও রাগানুগাভক্তির গভীর গবেষণা এই গ্রন্থে কবীশ্বর গোস্বামীচরণ করিয়াছেন। কুসুম সরোবর নিবাসী শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ কর্তৃক উক্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

৩) ***পদ্যাবলীর টীকা*** :- অপ্রকাশিত।

শ্রীল রূপকবিরাজ গোস্বামীর সম্বন্ধে সারসংগ্রহের ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী **M.A., P.R.S.,** ***স্মৃতি-মীমাংসাতীর্থ*** **(Lecturer in Sanskrit, Calcutta University)** ***এবং প্রভুপাদ শ্রীরাধারমণ গোস্বামী, বেদান্তভূষণ, (অধ্যাপক চণ্ডীপুর সংস্কৃত টোল, নদীয়া) কর্তৃক প্রদত্ত অভিমত –***

"শ্রীল রূপকবিরাজঃ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদানাং পিতৃব্য ইতাপি বৃদ্ধমুখেভ্য শ্রুয়তে।" .... "সখলু পণ্ডিতধুরন্ধরঃ প্রাচীনঃ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি পাদেভাঃ। অনুসর্ত্তা চ স শ্রীরূপ গোস্বাম্যাদি প্রতিষ্ঠাপিতস্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমতস্যোত্যবধারয়ামো বয়মবলোক্য সারসংগ্রহম্।" –শ্রীল রূপকবিরাজ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর পিতৃব্য ছিলেন ইহা বৃদ্ধমুখে শুনা যায়। পণ্ডিত ধুরন্ধর শ্রীরূপ কবিরাজ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর পূর্ববর্ত্তী ছিলেন এবং শ্রীরূপ গোস্বামী আদি দ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত গৌড়ীয়বৈষ্ণব মতের অনুসরণকারী ছিলেন। ইহা আমরা 'সার সংগ্রহ' গ্রন্থ অবলোকন করিয়া অবধারণা করিয়াছি।

ইতি –

দীন সম্পাদক

কৃপাময়ং গৌরহরের্বিভূতিং মুকুন্দদাসস্য পদাব্জভৃঙ্গম্।
সদগ্রগণ্যং সদয়াবলোকং ভজামি রূপং তমহং কবীন্দ্রম্॥
অনন্তভক্ত্যা সরিতাংপতৌ যো বিহারমত্তো হি মুহুঃ প্রবর্ষন্।
কথাসুধাং বৈষ্ণবমণ্ডলীষু স্মরামি বৃন্দাবিপিনে বসন্তম্॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিধুর্জয়তি

বৃন্দাবন শোধ সংস্থান **(Vrindaban Research Institute)** ***এর তরফে পুস্তকালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র ঘোষ, সাহিত্যরত্ন কর্তৃক প্রদত্ত শ্রীরূপ চরিতামৃত গ্রন্থ বিষয়ে অভিমত–***

শ্রীরূপ চরিতামৃত', শ্রীকানুদাস রচিত একটি প্রাচীন পুঁথি, ভক্তগণসমক্ষে আত্মপ্রকাশ লাভ করিলেন। মহৎগণের চরিত্র বা গুণলেশ কীর্ত্তনে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থে এমন একজন মহাপুরুষের চরিত্রকথা বর্ণিত হইয়াছে যে যাঁহার হৃদয়ে সদা পরিস্ফুট অদ্বিতীয় গুরুনিষ্ঠা ও শ্রীগৌরগোবিন্দ সেবা মগ্নতা : যিনি নামসংকীর্ত্তনে, শাস্ত্রচর্চ্চায়, অষ্টকাল লীলাস্মরণে সর্ব্বদা নিমজ্জিত। উক্ত গ্রন্থ দৈন্যেরমূর্ত্তি পরমবৈষ্ণব শ্রীকানুদাস দ্বারা রচিত ও আদি, মধ্য, অন্তলীলার বিভক্ত। ভাষা আলংকারিক ও সরল। বর্ণনশৈলী মধুর ও চিত্তাকর্ষক।

অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। গ্রন্থকার সদৈন্যে জানাইতেছেন যে এই গ্রন্থলিখনে আমার কোন কৃতিত্ব নাই, শ্রীগুরুকৃপাই একমাত্র কারণ–

আমার কবিত্ব নহে, জান সব সুনিশ্চয়ে, শুনহ গোসাঞির ভক্তগণ।
এই লীলা আজ্ঞা করি, সূত্র রূপে দুই চারি, উপদেশ কৈল একজন॥
গোসাঞির ভৃত্য সূর, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ঠাকুর, তেঁহ হয় প্রভু যে আমার।
তেঁহ মোরে কৃপা কৈলা, সূত্ররূপে জানাইলা, এ বর্ণন জানিহ তাঁহার॥
গোসাঞির আচরণ, সেইমত বর্ণন, তাহে কেহ না করিও রোষ।
যাঁর গুণ সেই আসি, সে লেখায় চিতে বসি, মোর কিছু না লইবে দোষ॥

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শূরমাকুঞ্জ একটি প্রাচীন স্থান ও শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্র। তত্রত্য বিরাজিত ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধানয়নানন্দ ও শ্রীনৃসিংহদেবের কথা, শ্রীলালদাসজী কৃত বাঙ্গলা ভক্তমাল গ্রন্থে "শ্রীবৃন্দাবন চক্রবেদী" পরিক্রমা প্রসংঙ্গে উল্লিখিত আছে এবং তৎপার্শ্বে শ্রীগদাধর চৈতন্যমঠেরও বর্ণন পাওয়া যায়। শূরমাকুঞ্জের পণ্ডিত প্রবর, শাস্ত্র মর্মজ্ঞ মহান্ত শ্রীপ্রেমদাস শাস্ত্রীজী মহারাজ এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া, তত্ত্বপিপাসু ও শোধার্থিবৃন্দের নিকট স্মরণীয় রহিলেন।

ইতি– বৈষ্ণব দাসানুদাস

তাং–

১-১২-৯৮ ***শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষ, সাহিত্যরত্ন***